যায়যায়দিন
তারিখ 27 AUG 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এইচএসসিতে জিপিএ ৫-এর রেকর্ড

পাসের হার : ঢাকা ৭০.৭৭% ০ সিলেট-৬৫.৯৮% ০ কুমিল্লা ৬৫.৭৫% ০ বরিশাল ৫৫.৬৩% ০ চট্টগ্রাম ৬১.৩৬% ০ রাজশাহী ৬১.৮৯% ০ যশোর ৫৯.৪৮%

যায়যায়দিন রিপোর্ট

গতকাল একযোগে দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যে এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে আগের সব রেকর্ড ভেঙেছে পরীক্ষার্থীরা। এ বছর সাত বোর্ডে গড়ে পাস করেছে ৬৪ দশমিক ২৭ ভাগ পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জন। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৯ হাজার ৪৫০ জন। সাত বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ৫ হাজার ২৫৪ জনই ঢাকা বোর্ডের। গত বছরের তুলনায় পাসের হার বেড়েছে দশমিক ৩৫ ভাগ। এ বছর পাসের হার সবচেয়ে বেশি ঢাকা বোর্ডে, যা ৭০.৭৭ ভাগ এবং কম বরিশাল বোর্ডে, ৫৫ দশমিক ৬৩ ভাগ। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার গতবারের চেয়ে ৩ দশমিক ৯৯ ভাগ কমেছে।

২৩ আগস্ট রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনায় সরকার ওইদিন রেজাল্ট প্রকাশ করেনি।

এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা এবং কারিগরি বোর্ডের এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), ডিপ্লোমা ইন কমার্স ও এইচএসসি (ভকেশনাল) পরীক্ষার রেজাল্টও কাল প্রকাশ করা হয়েছে। আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩১। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩০ জন। কারিগরি বোর্ডের সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে ৬৮ দশমিক ১৩ ভাগ পরীক্ষার্থী। জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচজন। এ দুটিসহ নয় বোর্ড মিলে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫ লাখ ৩৩ হাজার ১৫৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৭৪৯ জন। নয় বোর্ড মিলে এবার পাসের হার ৬৫ দশমিক ৬০। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ১৪০ জন। গত বছর নয় বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬৫ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৮৬৪। গতকাল বিকাল ৪টায় সব কেন্দ্র থেকে একযোগে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়। কেন্দ্র সচিবদের কাছ থেকে ওই কেন্দ্রের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা রেজাল্ট সংগ্রহ করেন। ওয়েবসাইটেও রেজাল্ট দেয়া হয়। এছাড়া মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে রেজাল্ট পাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

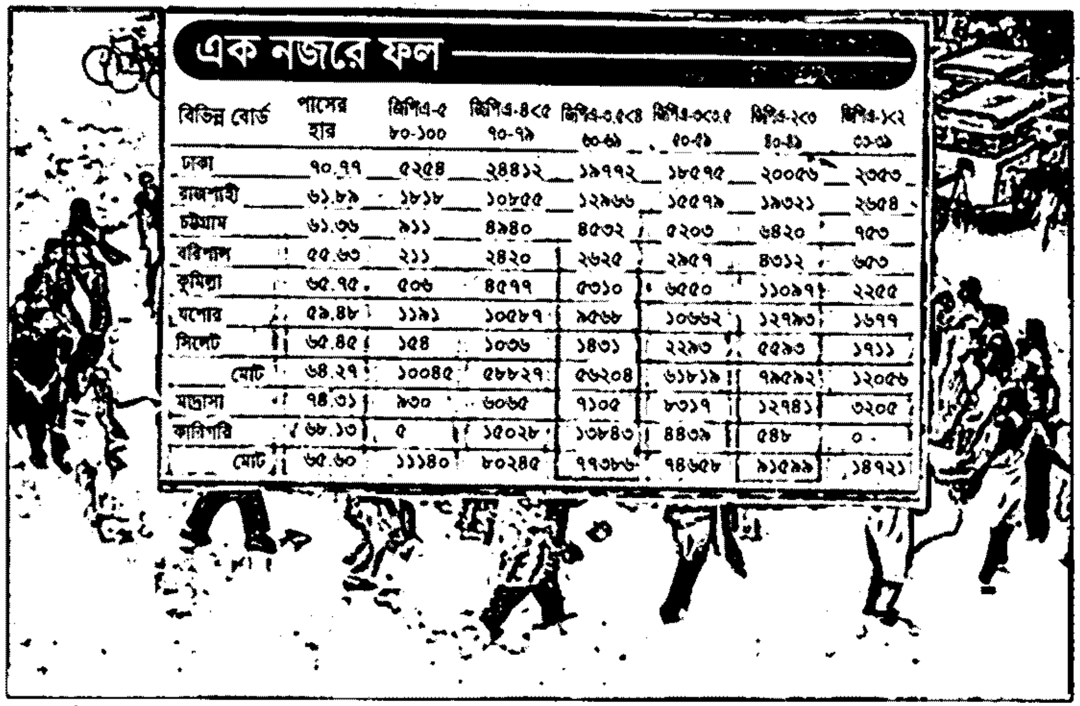

এক নজরে ফল

বিভিন্ন বোর্ড	পাসের হার	জিপিএ-৫ ৮০-১০০	জিপিএ-৪<৫ ৭০-৭৯	জিপিএ-৩.৫<৪ ৬০-৬৯	জিপিএ-৩<৩.৫ ৫০-৫৯	জিপিএ-২<৩ ৪০-৪৯	জিপিএ-১<২ ৩৩-৩৯
ঢাকা	৭০.৭৭	৫২৫৪	২৪৪১২	১৯৭৭২	১৮৫৭৫	২০০৫৬	২৩৫৩
রাজশাহী	৬১.৮৯	১৮১৮	১০৮৫৫	১২৯৬৬	১৫৫৭৯	১৯৩২১	২৬৫৪
চট্টগ্রাম	৬১.৩৬	৯১১	৪৯৪০	৪৫৩২	৫২০৩	৬৪২০	৭৫৩
বরিশাল	৫৫.৬৩	২১১	২৪২০	২৬২৫	২৯৫৭	৪৩১২	৬৩৩
কুমিল্লা	৬৫.৭৫	৫০৬	৪৫৭৭	৫৩১০	৬৫৫০	১১০৯৭	২২৫৫
যশোর	৫৯.৪৮	১১৯১	১০৫৮৭	৯৫৬৮	১০৬৬২	১২৭৯৩	১৬৭৭
সিলেট	৬৫.৪৫	১৫৪	১০৩৬	১৪৩১	২২৯৩	৫৫৯৩	১৭১১
মোট	৬৪.২৭	১০০৪৫	৫৮৮২৭	৫৬২০৪	৬১৮১৯	৭৯৫৯২	১২০৫৬
মাদ্রাসা	৭৪.৩১	৯৩০	৬০৬৫	৭১০৫	৮৩১৭	১২৭৪১	৩২০৫
কারিগরি	৬৮.১৩	৫	১৫০২৮	১৩৮৪৩	৪৪৩৯	৫৪৮	০
মোট	৬৫.৬০	১১১৪০	৮০২৪৫	৭৭৩৮৬	৭৪৬৫৮	৯১৫৯৯	১৪৭২১

এইচএসসির ভালো ফলাফলে বৃষ্টির মধ্যে আনন্দে মেতে উঠেছে আইডিয়াল কলেজের ছাত্রীরা —শেখ হাসান

গতকাল ঢাকা বোর্ডের সভাকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব আবদুল আউয়াল মজুমদার দুপুর সাড়ে ১২টায় রেজাল্ট ঘোষণা করেন। এ সময় জয়েন্ট সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম খানসহ নয় বোর্ডের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন। যেসব প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য ভাগ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে কি না জানতে চাইলে অতিরিক্ত সচিব বলেন, গত বছর যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিয়ে ছাঁটাই করা হয়েছে। এ বছর এ রকম প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তাদের এমপিও বাতিল করা হবে। ভালো রেজাল্ট করলে আবার তাদের এমপিওভুক্ত করা হবে। এবারের ভালো রেজাল্টের কারণ সম্পর্কে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখায় টেবিলমুখী হয়েছে। যেসব কলেজ ভালো করছে তাদের ব্যাপারে কি করা যায় সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে। এছাড়া শতভাগ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলছে। আগামীতে কারিকুলাম আরো পরিবর্তন করা হবে বলে সচিব জানান। প্রকাশিত রেজাল্টে কোনো ধরনের ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা অবশ্যই রেজাল্ট প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিটি বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর জানাতে হবে। অন্যথায় এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাবে না।

এবার এইচএসসি পরীক্ষা ১০ মে থেকে শুরু হয়। ২৪ জুলাই লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। মাত্র ৫৯ দিনের মাথায় রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। গত বছর ৭৪ দিন পর রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৮০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশের সময় বেঁধে দেয়া হলেও বোর্ডগুলো ২১ দিন আগে রেজাল্ট দিতে সক্ষম হয়।

সাত বোর্ডে এ বছর মোট ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন। পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৭। এবার ছাত্রদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৯৬ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৬৩ দশমিক ৪২। বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্যে পাসের হার যথাক্রমে ৬৮ দশমিক ১৭, ৫৬ দশমিক ১৪ ও ৭৪ দশমিক ৫৮ ভাগ।

২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ করা হচ্ছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। সে বছর সাত বোর্ডে পাসের হার ছিল ৩৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছিল ২০ জন। ২০০৪ সাল থেকে রেজাল্টের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের (ঐচ্ছিক) নাম্বার যোগ করার পর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা গুণিতক হারে বাড়তে থাকে। ২০০৪ সালে পাসের হার ছিল ৪৭ দশমিক ৮৬ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩ হাজার ৪৭ জন। ২০০৫ সালে পাসের হার ও জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৯ দশমিক ১৬ ভাগ এবং ৫ হাজার ৫৩৪ জন। গত বছর পাসের হার গত কয়েক বছরের তুলনায় নজির বিহীনভাবে বেড়ে যায়।

শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে। এবার ৪৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত ভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। গত বছর এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ৩৬৩টি। পাশাপাশি হ্রাস পেয়েছে পাসের হার শূন্য- এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এবার ৬০টি প্রতিষ্ঠানের কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করেনি। গতবার এ সংখ্যা ছিল ১৩১। সাত বোর্ডে একই সঙ্গে বহিষ্কারের সংখ্যাও কমে এসেছে। এ বছর বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৩৯। ২০০১ সালে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার ২৭০। গত বছর বহিষ্কৃত হয় ১ হাজার জন।

চলতি বছর সাত শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ পয়েন্ট ৪ থেকে ৫-এর নিচে পেয়েছে ৫৯ হাজার ১৫২ জন। জিপিএ ৩.৫ থেকে ৪-এর নিচে পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৪৩৮ জন। জিপিএ ৩ থেকে ৩.৫-এর নিচে পেয়েছে ৬২ হাজার ১০২ জন। জিপিএ ২ থেকে ৩-এর নিচে পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮ হাজার ৩১০। জিপিএ ১ থেকে ২-এর নিচে পেয়েছে ১১ হাজার ৫১৬ জন।

রাজধানীর নামিদামি কলেজগুলো বরাবরের মতো এ বছরও ভালো রেজাল্ট করেছে। সামগ্রিকভাবে ভালো রেজাল্ট করেছে নটর ডেম কলেজের শিক্ষার্থীরা। এবার ৮২৫ জন জিপিএ-৫ পাওয়ায় সংখ্যার দিক থেকে নটর ডেম কলেজ শীর্ষে রয়েছে।